INSTRUCTIONS

FOR

MODELLING AND CONDUCTING

SCHOOLS.

BY J. D. PEARSON.

পাঠশাল বসাইবার ও বালকদের শিক্ষাইবার

ধারার বিবরণ।

কলিকাতা স্কলবুক সোসাইটী দ্বারা ছাপা হইল।

ই০ ১৮২৭.

Calcutta:

PRINTED AT THE SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS, CIRCULAR ROAD;

AND SOLD AT THE DEPOSITORY.

1827.

1st Ed. 500 *Copies.*
2d Ed. 500 *Copies.*

পাঠশালার বিবরণ।

খড়ের কিম্বা খাপরেলের ঘর এই মত করিবে।

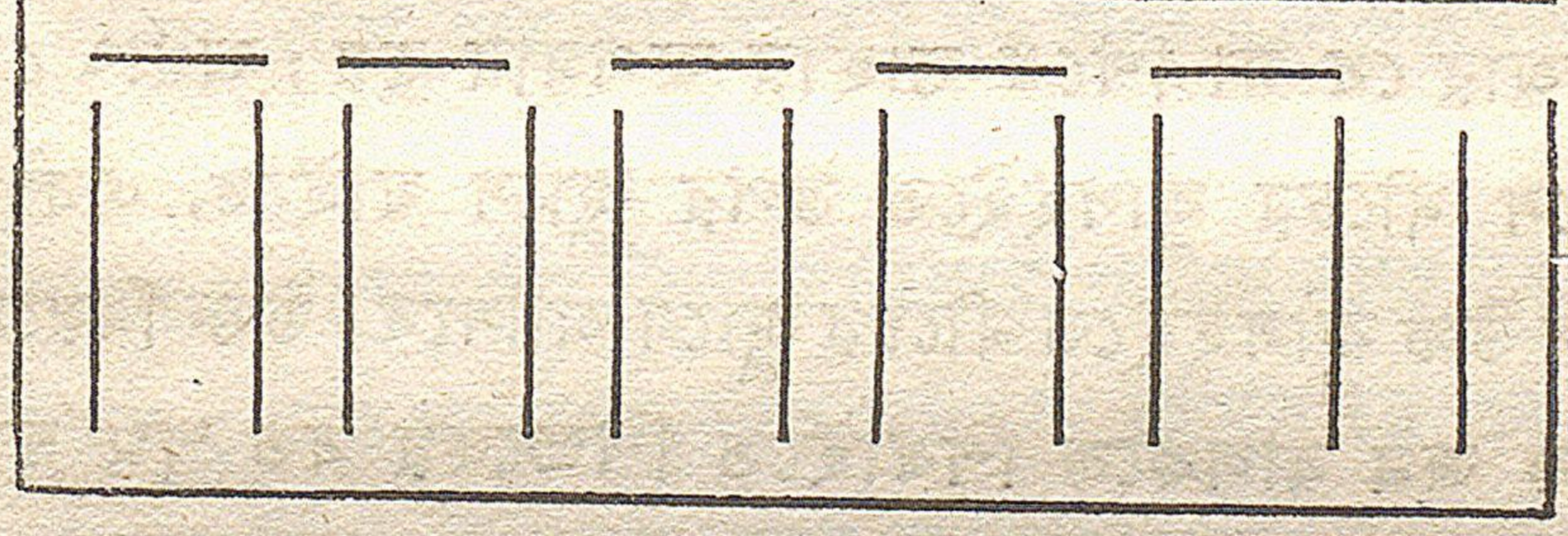

সেই ঘরের চতুর্দ্দিকে দরমার কিম্বা মৌলার বেড়া দিবে, ঘরের মধ্যে আলো হইবার নিমিত্তে তিন দিকের মধ্যস্থানে জাফরী অর্থাৎ বাখারী দিয়া ফাকং করিয়া বেড়া দিবে, এবং জলের ছাইট বারণের নিমিত্তে সেই জাফরীতে পরদা করিয়া দিবে। ঘরের দ্বার যে দিকে রাখিবে, সেই দিকে জাফরী দিবে না, এবং সেই দিকে বড় ডেস্ক রাখিবে। অথবা দেওয়ালের ঘর করিবে, এবং ঘরের মধ্যে পড়ুয়াদের বসিবার নিমিত্তে দেড় হাত ওসার সপ কিম্বা অন্য বিছানা পাতিবে। ডেস্কের সম্মুখে বালীর তক্তা পাতিবে, আর পড়ুয়াদের লিখিবার নিমিত্তে আধ হাত ওসার এমত কাষ্ঠের তক্তা করিয়া দিবে। ঘর আচ্ছা শক্ত করিয়া করিবে, এবং পড়ুয়াদের সংখ্যা বুঝিয়া তদুপযুক্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ করিবে, পাঁচ শত পর্য্যন্ত পড়ুয়াকে একি পাঠশালায় শিক্ষা করাইতে পারা যায়।

১ দফা. সকল পড়ুয়া আপনং বিদ্যানুসারে ক্লাসেং নিযুক্ত থাকে, অর্থাৎ বিলি ম্যাফিক থাকে।

২ দফা. প্রত্যেক ক্লাসেতে একং মনিটর * এবং একং ছোট মনিটর নিযুক্ত থাকিবে। ক্লাসের সকল পড়ুয়া গোলমাল ও মন্দ আচরণ ও আলস্য না করে এবং তাহাদের উত্তরং বিদ্যা বাড়ে, এই সকল ভার সেই দুই মনিটরের উপর থাকে।

৩ দফা. যাহার যেমত কর্ম্ম তাহার সেই মত ফল, এই নিয়মানুসারে পড়ুয়াদের মধ্যে যে বালক ভাল রূপ অধিক শিখে তাহার সম্মান, আর যে না শিখে তাহার অপমান হয়; অর্থাৎ যে ভাল শিখে সে নীচের ক্লাসহইতে উপর ক্লাসে যাইবে, এবং যে না শিখে সে উচ্চ ক্লাসহইতে নীচের ক্লাসে আসিবে। উক্ত নিয়মের ফল এই, এক জন বালককে শিখাইতে শিক্ষকের যত শ্রম হয়, এক ক্লাসের পড়ুয়াদিগকে শিখাইতেও তত শ্রম হয় না, আর বালকদের অন্তঃকরণ শ্রেষ্ঠ হইবার যে আকাঙ্ক্ষা বিধাতা নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এই রূপ বিদ্যাভ্যাসেতে তাহার ও স্ফূর্ত্তি হয়, এবং মারণ ব্যতিরেকেও সকল বালক পাঠশালাতে শাসিত থাকে।

৪ দফা. মনিটরের উপর তদারক করিবার নিমিত্তে এবং পাঠশালাতে সকল ধারা চালাইবার জন্যে এক জন শিক্ষক নিযুক্ত থাকিবে।

৫ দফা. পাঠশালার বালকগণ ও মনিটর ও শিক্ষক এই সকলের উপর এক জন তদারককর্ত্তা থাকিবেন, এবং তাঁহার ভার এই যে তাহারা কেহ ধারা বহির্ভূত না হয়।

৬ দফা. মনিটরের এবং শিক্ষকের কাছে একং হিসাবের কেতাব থাকিবে, তাহাতে প্রতি দিন সকল ক্লাসের বালকেরা যাহাং শিক্ষা করে তাহাই লেখা থাকিবে. প্রত্যেক ক্লাসের নিকটে মনিটরের

---

* অর্থাৎ যে পড়ুয়া অন্য পড়ুয়াকে শিখায় তাহার নাম মনিটর।

সর্ব্বদা থাকা, এবং সকল বালকের সর্ব্বদা আপনং কর্ম্মে থাকা, এবং অন্যং বালকের বিদ্যা অধিক দেখিয়া আপনাদের ও সেই রূপ চেষ্টা করা, ও অন্য পড়ুয়াহইতে আমি শ্রেষ্ঠ হইব, পরস্পর এই যে আকাঙ্ক্ষা, এই সকল উপায়দ্বারা পাঠশালা সুন্দর রূপে চলিতে পারে; এবং পড়ুয়াদের শীঘ্র বিদ্যা হইতে পারে।

পাঠশালা বসাইবার বিবরণ।

১. প্রধান নিয়ম এই, যে পড়ুয়ারা আপনং বিদ্যানুসারে ক্লাসেং নিযুক্ত হইয়া, একং জন মনিটর হইয়া, অন্য বালকদিগকে শিক্ষা করায়।

২. সকল পড়য়া সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাসেতে পরস্পর ন্যায় যুদ্ধ করিয়া, প্রত্যেক জন যেমত ক্ষমতা প্রকাশ করিবে, তদনুসারে পদ পাইবে, অর্থাৎ নীচের কিম্বা উপরের ক্লাসে যাইবে।

৩. সকল ক্লাসের পড়ুয়ারা ছোটং সহজ পাঠ লইয়া পুনঃং শিক্ষা করিবে, অর্থাৎ ছোটং করিয়া বারেং নূতনং পাঠ লইয়া শিখিবে। যে সকল পড়ুয়া পাঠশালায় লিখিতে উপস্থিত হইবে শিক্ষক তাহাদিগকে ক্লাসেং বসাইবে, অর্থাৎ যাহারা কিছুই না শিখিয়াছে তাহাদিগকে বালীর তক্তার নিকট বসাইবে, যাহারা ক খ শিখিয়াছে তাহাদিগকে এক স্থানে বসাইবে, আর যাহারা বানান শিখিয়াছে তাহাদিগকে অন্য স্থানে বসাইবে, এই রূপে ক্রমেতে বিদ্যানুসারে যে সকল বালক যেং স্থানের উপযুক্ত তাহা-দিগকে সেইং স্থানে বিলি করিয়া অর্থাৎ ক্লাসেং বসাইবে। একং ক্লাসে কুড়ি কিম্বা ত্রিশ জন থাকিবে। প্রত্যেক ক্লাস মনিটরের সম্মুখে গোল হইয়া, কিম্বা তিন দিকে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পাঠ শিখি-বে ও পড়িবে, তাহাতে যে ভুল করে ও তাহার নীচের পড়ুয়া যদি সেই ভল শুধরায়, তবে সে নীচের পড়ুয়া যে পড়িতেছিল তাহার

উপরের স্থানে যাইবে, ইহা হইলে প্রত্যেক জন আপনং বিদ্যানুসারে আপনং ক্লাসে সম্মান ও অসম্মান পাইবে। যদি কোন পড়ুয়া উত্তরং আলস্য করে ও ভলে, এবং মনিটরের কথা না শুনে, ও অসন্তুষ্ট করিয়া পড়ে, আর অন্য কোন মন্দ আচরণ করে, তবে সে নীচের ক্লাসে যাইবে। এই মত সহজ ও অনপকারক শাসনেতে প্রত্যেক বালক আপনং শিক্ষকের আয়াস ব্যতিরেকে স্বকীয় পূর্ব্বের সম্ভ্রম, ও যে স্থান চ্যুত হইয়াছিল, এই উভয় পাইবার নিমিত্তে, আপনিই স্বদোষ সারিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে।

অপর যে বালক কিছু দিন আপন ক্লাসের প্রথম স্থানে থাকে, সেই ক্লাস ত্যাগ করিয়া উপরের ক্লাসের শেষ স্থানে যাইবে।

এই রূপ শাসন থাকিলে মূর্খ ও অলস বালকহইতে কোন ক্লাসের কোন পড়ুয়ার বিদ্যোপার্জনের বাধা জন্মিতে পারে না, আর আপনার কর্ম্মানুসারে ফল পায়, অর্থাৎ আপনাহইতে সম্ভ্রম ও লজ্জাপ্রাপ্ত হয়; প্রত্যেক বালক ইহা দেখিয়া পাঠশালার নিয়মের সৌন্দর্য্য ও ন্যায্যতা গ্রহণ করে।

মনিটর নিযুক্ত করণের বিবরণ।

পাঠশালাতে ক্লাস নিযুক্ত হইলে বালকদের মধ্যহইতে বিদ্যা ও বয়সেতে বড় এমত বালক বাছিয়া লইয়া মনিটরী কর্ম্মেতে নিযুক্ত করা যাইবে। যখন পাঠশালা প্রথম স্থাপিত করা যায়, এবং যে কোন সময়ে অধিক মনিটরের আবশ্যক থাকে, তখন ক্লাসের মনিটর ছাড়া দুই তিন ক্লাসের উপর একং মনিটর নিযুক্ত করিতে হইবে। পড়ুয়াহইতে মনিটর বাছিয়া বাহির করাতে ও তাহার পর মনিটরের উপর তদারক করণেতে শিক্ষকের পারগতা ও অপারগতা জানা যায়, কেননা পাঠশালার ভাল রূপ শাসন এবং পড়ুয়াদের বিদ্যাভ্যাস এই দুই মনিটরের শ্রম ও ক্ষমতাদ্বারা হয়।

অতএব আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং বিশ্বস্ত এমত মনিটরদিগকে বাছিয়া লওন শিক্ষকের বড় আবশ্যক। যে কর্ম্মেতে যে মনিটর নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে যদি তাহার অযোগ্যতা প্রকাশ হয়, তবে সে কর্ম্মেতে তাহাকে কোন ক্রমে রাখা যাইবে না।

আপন অধিকারের ক্লাসের পড়য়াদের অপেক্ষা মনিটর যদি অধিক শিখিয়া থাকে, তবে শিক্ষক তাহার উপকারার্থে অবকাশ ক্রমে এবং ঘরে বসিয়া পড়িতে কোন এক কেতাব তাহাকে দিবে.

শিক্ষকের কর্ম্মের বিবরণ।

শিক্ষকের কর্ম্ম এই, যে পাঠশালার সকল পড়ুয়ার প্রতি যেং হুকুম আছে সেইং হুকুম কাহার ও প্রতি গণতা না করিয়া সর্ব্বদা সকলের উপর স্থির রাখিবে; এবং যাহাতে পাঠশালার নিয়মের অভিপ্রায় পূর্ণ হয় তাহা করিবে, আর সতত চারিদিকে সকলের উপর দৃষ্টি রাখিবে, ও একেং সকল ক্লাসের উপর তদারক করিবেঃ এবং যে স্থানে থাকিলে পড়ুয়াদের ফল অধিক হয়, সেই স্থানে হাজির থাকিবে। যে বালক নম্র ও মৃদু স্বভাব তাহাকে সাহস দিবে, যে দুরন্ত ও পরাপকারী এবং হিংসুক তাহাকে দমন করিবে। যে বালক আবিষ্ট হইয়া মন দিয়া শিখে, ও ভাল আচরণ করে, সে যদি অল্পং শিখিয়াও থাকে ও তাহার বুদ্ধি ও যদি মোটা হয়, তথাপি তাহাকে প্রশংসা করিবে। অলস ও নিদ্রালু বালকদের মন যাহাতে আবিষ্ট হয়, ও যাহাতে তাহাদের বুদ্ধির প্রতিভা হয়, তাহা করিবে।

উক্ত বিবরণের সংক্ষেপ এই, যে শিক্ষক সকল পড়ুয়াদের স্বভাব ও আচরণ বুঝিয়া উপযুক্ত প্রশংসা ও শাস্তি দিবে; আর প্রত্যেক ক্লাসের পড়য়াদিগকে কখনং আপনি শিখাইবে, কিন্তু সর্ব্বদা সকলের উপর তদারক করিবে, এবং দেখিবে যে প্রতিনিধিরা

অর্থাৎ মনিটরেরা পাঠশালার নিয়মানুসারে যেন দৃঢ় রূপে কর্ম্ম করে, এবং পাঠশালার পড়ুয়ারা ক্ষণ মাত্র ও আলস্য যেন না করে, ও যে পাঠ পড়িলে তাহাদের বিদ্যা অধিক হয়, এমত পাঠেতে তাহারা সতত নিযুক্ত থাকে। পাঠশালায় যে নিয়ম করা গেল সে নিয়ম সকলের উপর স্থির থাকিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে, কেননা তাহাতে পড়ুয়াদের যে রীতি উদয় হইবে তদ্দ্বারা পাঠশালা অবশ্য সুন্দর রূপে চলিবে।

নীচের ক্লাসের পড়ুয়াদের পড়িবার সময় একং পাঠ শিখাইতে অর্দ্ধ দণ্ডের অধিক কাল যাহাতে না লাগে তাহা করিবে।

যে পাঠ পড়িতেছে তাহা ভাল রূপে না শিখিলে কোন ক্রমে অন্য পাঠ দিবে না; আর মনিটর ও পড়ুয়ারা সতর্ক থাকিয়া যেন আপনং কর্ম্ম করে, এই হুকমের প্রতি শিক্ষকের অত্যন্ত মনোযোগের আবশ্যকতা। মনিটরেরা আপনং ক্লাসের পড়ুয়াদের সঙ্গে পাঠ পড়িবে, ও বালকেরা এক পাঠ শিখিবা মাত্র অন্য পাঠ পড়িতে আরম্ভ করিবে। সহজ কিম্বা কঠিন ইহা বিবেচনা করিয়া মনিটরেরা অল্প কিম্বা অধিক করিয়া পাঠ দিবে, ও যাবৎ তাহারা পরিপাটী রূপ না শিখিয়া থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত সেই পাঠ অভ্যাস করিবে; এবং দাঁড়াইয়া এক দণ্ড কিম্বা দুই দণ্ড পর্য্যন্ত নতনং পাঠ এই রূপ পড়িবে। যাহা ভাল রূপে শিখিয়াছে তাহা ছাড়িবে, এবং যাহা শিক্ষা হয় নাই তাহা যত ক্ষণ না শিখিতে পারে তত ক্ষণ ছাড়িবে না, এই মত নিয়ম থাকিলে কখন মিথ্যা কালক্ষেপ হইতে পারে না।

পাঠ শিখিবার এবং পড়িবার ধারা।

একাদিক্রমে প্রত্যেক বালক পাঠের অল্পং ভাগ করিয়া পরং পড়ে, এই রীতিতে অন্যমনস্ক না হইয়া সকলে সর্ব্বদা সতর্ক ও তৎ-

পর থাকে, এবং কোন বালকের নিমিত্তে শিক্ষকের কোন কর্ম্ম করা ও কিছু বলা নিষ্ফল; কিন্তু বালকের স্বযোগ্যতাতে যাহা বলিতে পারেও করিতে পারে তাহাতেই ফল হয়। শিক্ষকের শুমেতে মনিটরেরা উপরের লিখিত মতে নিপুণ হইলে সে শুমের ফল এই, যে তাহাদিগের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করত আপনি স্বচ্ছন্দে সুখেতে কাল যাপন করিতে পারে, এবং তাহার পড়ুয়াদের বিদ্যা ও অন্তঃকরণের আহ্লাদ জন্মে, এই রীতিতে পাঠশালা চলিলে কাহার কোন ক্রমে ক্লেশ হইতে পারে না।

রেজষ্টরি কেতাবের বিষয়, অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির হিসাবের বহির বিষয়।

১ প্রথম. পাঠশালে আইসনের বহি, যাহাতে খোপেং তারিখ, ও বালকদের নম্বর, ও নাম, আর কোন ক্লাসে নিযুক্ত হয়, কিং শিখিয়াছে, কোন দিন পাঠশালা ত্যাগ করে, এই সকল লেখা থাকে।

২ দ্বিতীয়. ক্লাসের বহি, যাহাতে প্রতি দিন ছুটীর সময়ের পূর্ব্বে গণিতের এবং পড়ার কোনং কেতাবের কত পাঠ শিখিয়াছে, এই সকল ঘরেং লেখা থাকে, অর্থাৎ রুল করিয়া লেখা থাকে; তাহাতে সপ্তাহের শেষে সেই পাঠের ঠিক দিয়া জুমলা লিখিবে। কোন ক্লাস কোন কেতাব পড়িতে আরম্ভ করিলে, শিক্ষক কিম্বা মনিটর সেই কেতাবের নাম এবং ক্লাসের নম্বর, মনিটরের নাম, মাসের নাম, তারিখ, ও কত বার পড়া, অর্থাৎ প্রথম বার কি দ্বিতীয় বার কি তৃতীয় বার, এই সকল বহিতে লিখিবে।

৩ তৃতীয়. প্রত্যেক ক্লাসেতে একং স্লেট্ কিম্বা একং কাগজ থাকিবে, তাহাতে মাসের যত দিন তত ঘর করিবে; উপরের ঘরে মনিটরের, তাহার নীচেং বালকদের নাম লিখিয়া তাহার সম্মুখে

প্রত্যহ পাঠশালার ছুটীর সময়ের পূর্ব্বে তাহাদের পদানুসারে অর্থাৎ প্রথম পড়ুয়ার সম্মুখে ১ এক, এবং পঞ্চমের সম্মুখে ৫ পাঁচ, এই রীতিতে যত পড়ুয়া হাজির থাকে তাহাদের নামে অঙ্ক পাত করিয়া গরহাজিরের সম্মুখে ফাক রাখিবে।

৪ চতুর্থ. শিক্ষকের হাজিরার বহি, যাহাতে প্রত্যেক ক্লাসের মনিটরের নাম থাকে, তাহার সম্মুখে প্রত্যহ প্রত্যেক ক্লাসে যত হাজির হয় তাহার জুমলা লিখিবে; তাহা ঠিক দিলেই জানা যায়, যে পাঠশালায় প্রতি দিন কত পড়ুয়া হাজির হয়।

তদারককর্ত্তা সপ্তাহেং পাঠশালার পরীক্ষা লইবেন, যাহাতে পাঠশালায় ক্লাস অল্প হয়, এবং একং ক্লাসে অনেক পড়ুয়া হয়, অর্থাৎ একং ক্লাসে ৩০ জন পর্য্যন্ত পড়ুয়া হইলে ভাল হয়, আর উপযুক্ত মনিটর যেন নিযুক্ত থাকে। যখন প্রথমতঃ পড়য়ারা পাঠ শিখিতে আরম্ভ করে তখন যে পাঠ শিখিতে ৩০ পলের অধিক লাগে এমত পাঠ কখন দিবে না। এক অক্ষর কি এক পাঠ কিম্বা এক কেতাব কিম্বা যে কোন বিষয় হউক তাহা ভাল রূপ শিক্ষা না হইলে ছাড়িয়া দিবে না। যখন কোন ক্লাস নূতন বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিবে তখন প্রথমতঃ মনিটর কিম্বা শিক্ষক একটা ছোট পাঠ দিয়া শিখিবার ধারা বালকদিগকে বুঝাইবে, অর্থাৎ আগে আপনি পড়িবে, তৎপরে একং বালক সেই মত পড়িবে, তৎকালে চুপেং পড়াতে আরং সকল বালকের ওষ্ঠাধর লড়িবে। এই রূপে প্রত্যেক পড়ুয়া একাদিক্রমে পড়িবে, আর অন্য পড়ুয়াদের স্থান লওনের ধারাও মনিটর তাহাদিগকে বুঝাইবে। এই মত পাঠ পড়িলে পর যাবৎ পর্য্যন্ত তাহারা পরিপাটী রূপ না পড়িতে পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জন সেই পাঠকে একং ভাগ করিয়া, অর্থাৎ দুই তিন কথা করিয়া পড়িবে, আরং সকলে মথ লাড়িয়া চুপেং পড়িবে।

প্রত্যেক বালক প্রথমতঃ পড়িতে আরম্ভ করিলে, অদ্রুত অর্থাৎ তাড়াতাড়ি না করিয়া স্পষ্ট রূপে যেন সকলে শুনিতে পায়, এমত করিয়া পড়িবে; বালকদিগকে এই মত শিখাইতে, এবং যে বালক পড়ে তাহা ব্যতিরেকে আর সকল যে আর কোন কথা না কহে, তাহাতেও শিক্ষকের বড় আবশ্যকতা।

কোনং পাঠশালায় এমত কুৎসিত ও দুঃখদায়ক ধারা আছে, যে মনিটর কিম্বা শিক্ষক চেঁচাইয়া বারং বলে, যে হেঁক্যা পড়, কিম্বা চুপ কর। যেখানে এমন ধারা থাকে সেই পাঠশালার শিক্ষক কর্ম্মেতে অনুপযুক্ত। স্পষ্ট এবং পরিষ্কার পড়িবার ধারা শিখাইবার নিমিত্তে ইহা করা কর্ত্তব্য, যে যখন পড়ুয়ারা প্রথমে কথা পড়িতে আরম্ভ করিবে, তখন এক কথা পড়িয়া এক দুই করিয়া ছয় পর্য্যন্ত গণিতে যত ক্ষণ লাগে তত ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অন্য কথা পড়িবে, এবং কথার বানান করিতে আরম্ভ করিলে ও এক অক্ষর পড়িয়া পূর্ব্ববৎ বিরাম করিয়া অন্য অক্ষর পড়িবে। প্রত্যেক ক্লাস কত ক্ষণে কত পাঠ শিখিতে পারে শিক্ষক তাহা জ্ঞাত না হইলে, এবং তত ক্ষণে বালকদের পাঠের নিয়ম না করিলে পাঠশালা ভাল রূপে চলিবে না। কোন সময়ে কোন ক্লাস কি শিখিয়াছে তাহা বিদ্যাভ্যাসের হিসাবের কেতাব শিক্ষককে প্রত্যক্ষ রূপে জ্ঞাত করাইবে; যদি শিক্ষক ও তদারককর্ত্তার এ বিষয়ে মনোযোগ না থাকে, এবং পাঠশালার পড়ুয়ারা যাহা পড়িবে তাহা অন্য কেহ যদি শুনিতে না পায়, এবং যে পড়িতেছে সে ছাড়া অন্য বালক যদি চুপ করিয়া না থাকে, তবে সে পাঠশালার পড়ুয়াদের বিদ্যাভ্যাস হইবার প্রত্যাশা করা মিথ্যা।

ক খ শিখিবার বিবরণ।

বালীর উপর দাগা লিখিবার নিমিত্তে পাঠশালায় দশ বুরুল চৌড়া এক অঙ্গুলী বীটে চতুর্দ্দিক বেষ্টিত করিয়া এক লম্বা তক্তা রাখিবে, তাহার উপর শুষ্ক বালী রাখিয়া তক্তা লাড়িয়া কিম্বা একটা সোজা তক্তা দিয়া সর্ব্বত্র বালী সমান করিয়া দিবে। বালীর ক্লাসে এক জন ভাল মনিটর নিযুক্ত করিতে হইবে, আর যাহারা অল্প দিন ক খ শিখিয়াছে তাহারা সেই মনিটরের সহকারী হইয়া অন্য বালকদিগকে শিখাইবে; ইহাতে তাহাদের ও বিদ্যার সংস্কার দৃঢ় হইবে। প্রথমতঃ মনিটর এক অক্ষর বালকের সম্মুখে রাখিবে, পরে অঙ্গুলী দিয়া বালীর উপরে সেই অক্ষর লিখিয়া দিবে, তাহা দেখিয়া সেই বালক বালীর অক্ষরের উপর অঙ্গুলী বুলাইবে; ইহাতেও যদি না বুলাইতে পারে তবে মনিটর তাহার হাত ধরিয়া বুলাইতে দেখাইয়া দিবে। এই রূপে বারেং লিখিলে পর সেই আদর্শ স্থানান্তরে রাখিবে, বালক আপনি আদেখা সেই অক্ষর বালীর উপর লিখিবে। এই রূপ বালীর তক্তায় সকল অক্ষর লেখা হইলে পর, আপনং স্থানে বসিয়া, কিম্বা পড়িবার স্থানে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া, বালকেরা সেই সকল অক্ষর পাতের উপর লিখিবে। কেহ কোন অক্ষর লিখিতে কহিলে না দেখিয়া শীঘ্র লিখিতে পারে, আর জিজ্ঞাসা করিলে ঝট্ করিয়া কহিতে পারে, এই রূপ ক খ এবং হ্ক স্ক শিখিলে পর বানান লিখিবে। যে বালক পুকৃত রূপ না শিখিয়া থাকে তাহাকে শিক্ষক কখনো ক খ ছাড়াইয়া অন্য কিছু লিখিতে দিবে না। এই মত নিয়ম স্থির না রাখিলে বালকেরা বহি পড়িবার উপযুক্ত সময়েতেও ক খ জিজ্ঞাসা করিলে কহিতে পারিবে না।

বানান ও ফলা শিখিবার বিবরণ।

প্রথমতঃ কেতাব দেখিয়া পাঠ করিবে, তৎপরে কেতাব না দেখিয়া মনিটরের কথনের দ্বারা স্লেটের উপরে লিখিবে, পরে ইন্তিহান লইলে যদি বালক সর্ব্ব প্রকারে ক খ ইত্যাদি বলিতে পারে তবে তাহার পর যে বিদ্যা শিখিতে হইবে সেই বিদ্যা অনায়াসে শিখিতে পারিবে। প্রথমতঃ পড়ুয়ারা কেতাব দেখিয়া বক্ষ্যমাণ রীতিতে উচ্চারণ করিবে, অর্থাৎ পড়িবে। প্রথম পড়ুয়া বলিবে ক, দ্বিতীয় বলিবে া, তৃতীয় বলিবে কা। চতুর্থ বলিবে ক, পঞ্চম বলিবে ি, ষষ্ঠ বলিবে কি। সপ্তম বলিবে ক, অষ্টম বলিবে ী, নবম বলিবে কী। দশম বলিবে ক, একাদশ বলিবে ু, দ্বাদশ বলিবে কু। তখন মনিটর বলিবে থাকুক, তাহার পর উল্টা করিয়া পড়িবে। তাহার রীতি এই, যে ত্রয়োদশ বলিবে ক, চতুর্দশ বলিবে ু, পঞ্চদশ বলিবে কু। ষোড়শ বলিবে ক, সপ্তদশ বলিবে ী, অষ্টাদশ বলিবে কী। ঊনবিংশতি বলিবে ক, বিংশতি বলিবে ি, একবিংশতি বলিবে কি। দ্বাবিংশতি বলিবে ক, ত্রয়োবিংশতি বলিবে া, চতুর্বিংশতি বলিবে কা। এই রূপে পড়ুয়ারা সোজা ও উল্টা করিয়া পড়িবে। যদবধি পাঠশেষ না হয় তদবধি প্রত্যেক পড়ুয়া কাঠি দিয়া দেখাইয়া ক্রমে২ একং অক্ষর বলিবে। এই রূপ পড়া হইলে মনিটর ইসারা করিবে অথবা বলিবে, যে কেতাব ঝাঁপ। তাহার পর পড়ুয়ারা কেতাব ছাড়া এই রূপ বানান করিবে; মনিটর বলিবে কা, প্রথম পড়ুয়া দাঁড়ামত বলিবে কা, ২ বলিবে ক, ৩ বলিবে া; পরে মনিটর বলিবে কি, ৪ বলিবে কি, ৫ বলিবে ক, ৬ বলিবে ি। পড়ুয়ারা যে সকল কথা শিখে তাহা ভাল রূপে জানাইবে, এ বিষয়ে মনিটরকে কিছু অধিক শ্রম করিতে হইবে, এবং এক ঘণ্টার মধ্যে তিন চারি অথবা অধিক পাঠ শিখান যায়, এই মত

হইলে সে পাঠও যদি ছোট হয় তথাপি ভাল, কেননা উত্তম রূপে শিক্ষা হইলে অন্য পাঠশালার পড়ুয়াদের অপেক্ষায় অধিক বিদ্যা বৃদ্ধি হইবে।

কিন্তু সেই পাঠ যদি উচিত মত না শিখান যায় তবে উত্তরং শিক্ষার হানি হইবে, এবং পড়ুয়ারা তাহা দেখিয়াও আপনার অত্যল্প বিদ্যা ইহা জ্ঞান করিয়া আপনার অজ্ঞতা বুঝিয়া মনেং বড় বিরক্ত হইবে; আর পাঠশালার ও শিক্ষকের এবং কেতাবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে। যখন পড়ুয়ারা কেতাব দেখিয়া অথবা না দেখিয়া অক্লেশে সমস্ত কথার বানান করিতে পারে, তখন বানান না করিয়াও এই মত পড়িবে; যেমন ১ বলিবে কা, ২ বলিবে কি, ৩ বলিবে কী, ৪ বলিবে কু, ৫ বলিবে কূ। বানান ও ফলার সম্পূর্ণ রূপ শিখানেতে অধিক আবশ্যক আছে, কেননা যে পড়ুয়া প্রথমাবধি ভাল রূপে শিখিয়া আসিতেছে সে তাহার পর আগামী পাঠ এক ছত্রই হউক অথবা ১০ ছত্রই হউক শিখিতে পারিবে। কিন্তু শুনিয়া বলিবে না। পড়ুয়াদের উচিত যে প্রত্যেক অক্ষর কাঠি দিয়া দেখাইয়া দেয়, আপনং স্থানে বসিয়া কেতাব দেখিয়া স্লেটের উপর লিখিবে, পরে অঙ্ক কষাইবার ধারার মত দাঁড়াইয়া মনিটর তাহাদিগকে পড়াইবে। এই পড়ুয়াদের শিক্ষার উত্তম উপায়, এবং ইহাতে তাহাদের বিশ্রাম ও আছে।

পাঠশালার এই এক নিয়ম, যে প্রথমে প্রত্যেক পাঠ মনোনিবেশ করিয়া না শিখিলে শ্রম অনর্থক, ও পড়ুয়াদের আলস্য ও অনাবিষ্টতার উৎপত্তি হয়। শিক্ষকের উপযুক্ত এই, যে উক্ত ধারা স্থির রাখিয়া প্রত্যেক পাঠ ভাল রূপে শিক্ষা করণের প্রতি নিতান্ত মনোযোগ করে, আর প্রথমাবধি অক্ষর ও কথা অথবা পাঠ ভাল রূপে না করিলে যেন পড়ুয়াদিগকে ছাড়িতে না দেয়; ইহা না করিলে পাঠশালা ভাল রূপে চলিতে পারে না। অপর পড়ুয়াদের

জানা পাঠ পড়িয়া যে কালক্ষেপণ করা সেও মিথ্যা পরিশ্রম। বানান ও ফলা পড়ুয়াদিগকে ভাল করিয়া শিখাইলে অবাধে পড়িতে পারিবে, ইহা বিবেচনা করিলে পূর্ব্বে যে সমস্ত নিয়ম বলা গিয়াছে শিক্ষক তাহার প্রয়োজন বুঝিতে পারিবে।

স্লেটে লিখিবার বিষয়।

যেমন ক খ এবং অঙ্ক লিখে, তেমনি বানান এবং ফলা ও কথা ছত্রং করিয়া স্লেটের উপর লিখিবে। প্রথমে পড়ুয়ারা পাঠ দেখিয়া আপনং স্থানে বসিয়া লিখিবে, পরে দাঁড়াইয়া মনিটর বলিবে, তাহারা লিখিবে। বালকদের ক্ষণেক বসিয়া লেখাতে এবং ক্ষণেক কাল দাঁড়াইয়া লিখা পড়াতে কিছুং বিশ্রাম ও অন্তঃকরণে আমোদ হয়। দাঁড়াইয়া লিখিবার সময়ে মনিটর বলিবে কাল, ১ বালক ও বলিবে কাল, ২ বালক বলিবে ক, ৩ বলিবে া, ৪ বলিবে ল, প্রত্যেক অক্ষর বলিবা মাত্রেই সকলে লিখিবে; এই রূপ শিক্ষা অতি সহজ, ও তাহাতে কেহ অন্যমনস্ক ও অলস হইতে পারে না। অধিকন্তু মনিটরের সত্বরতা ও পারগতা ও পড়ুয়াদের যত্ন বিদ্যাভ্যাসের বৃদ্ধি কারক হয়। শিক্ষক যেমন তৎপর ও সচেষ্ট হইবে তদুপযুক্ত তাহার মনিটরের পারগতা ও পড়ুয়াদের বিদ্যা হইবে। যে সকল ষ্টপ্ অর্থাৎ কেতাবের মধ্যে বিছেদ থাকে, সে সকল পড়ুয়াদের জানাইবার নিমিত্তে প্রথম কেতাবের শেষ ভাগে লেখা গিয়াছে; ষ্টপের কি ফল তাহা পড়িবার সময়ে পড়ুয়াদিগকে বুঝাইতে হইবে।

পাঠ পড়িবার বিষয়।

যে পড়ুয়া বানান না করিয়া দেখিবা মাত্র তক্তার সকল কথা পড়িতে পারে তাহার অন্য পাঠ পড়িবার কোন বাধা নাই। প্রথমতঃ অর্থাৎ পড়িবার আরম্ভ সময়ে পড়ুয়াদিগকে যে পাঠ পড়াইতে

হইবে, সেই পাঠ শিক্ষক কিম্বা মনিটর আপনি একং পদ করিয়া সকল পড়িবে। পরে প্রত্যেক জন একং কথা পড়িবে, আর সকলে মুখ লাড়িয়া চুপেং পড়িবে; তাহার পর যে পর্য্যন্ত সেই পাঠ অভ্যাস না হয় সেই পর্য্যন্ত একং পদ করিয়া অভ্যাস করিবে। এই প্রকারে দুই তিন পত্র পড়িলে পর তাহারা পড়িবার রীতি জ্ঞাত হইবে। পড়িবার নিয়ম এই, যে অদ্রুত ও অমৃদুস্বরে অর্থাৎ যাহাতে কথার শেষ বর্ণ ও পদের শেষ কথা লোকে শুনিতে পায়, এই রূপ স্পষ্ট করিয়া পড়িবে; এবং ছেদ না থাকিলেও উপযুক্ত স্থানে যতি রাখিবে। তাহার দৃষ্টান্ত এই, কোন সময় এক মৃগ ব্যাধের ভয়ে পলাইয়া এক গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিল। কঠিন কিম্বা সহজ ইহা বিবেচনা করিয়া মনিটর যে পর্য্যন্ত পাঠ রাখাইবে সেই পর্য্যন্ত একং পদ করিয়া প্রত্যেক পড়ুয়া পড়িবে, এবং তাহারা যত ক্ষণ উপযুক্ত মত না পড়িতে পারে তত ক্ষণ বারেং পড়িবে; পড়িলে পর পাঠের মধ্যে যে কথা কঠিন তাহার অর্থ ও বানান মনিটর জিজ্ঞাসা করিবে। এই রূপে এক পাঠ সমাপ্ত হইলে অন্য পাঠ শিখিতে আরম্ভ করিবে, এবং এক দণ্ড কিম্বা দুই দণ্ড পর্য্যন্ত বারেং শিখিবে। প্রত্যেক পাঠ পড়া সমাপ্ত হইলে পড়ুয়া সকলে আপনং কেতাব দৃষ্টি করিবে, ও মনিটর আপন কেতাব দেখিয়া সকল কথার স্থূল অর্থ জিজ্ঞাসা করিবে। যে পড়ুয়া কেতাব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে সে পড়ুয়া তক্তার কথা স্লেটের উপরে লিখিয়া তাহাও পড়িবে। তক্তার কথা পড়িবার সময়ে একং জন একং কথা পড়িবে, অর্থাৎ প্রথম পড়ুয়া ডাঙ্গা পথ, দ্বিতীয় ডুবিতে, তৃতীয় ডাকাতি এই রূপ কহিবে।

অর্থ জিজ্ঞাসার দৃষ্টান্ত।

দিগ্দর্শন কেতাবের কথা। হিন্দুস্থানের উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশীয় লোকদের অতিশয় উপকারক। এ দেশের ধনের প্রধান কারণ এই,

যে এখানকার লোকেরা অন্য দেশের উৎপন্ন বস্তুর বড় আবশ্যক রাখে না, আর অন্য দেশীয় লোকদের গ্রাহ্য বস্তু এখানে উৎপন্ন হয়; ইহার দ্বারা অন্যং লোকেরা এখানকার বস্তু ক্রয় করিতে অনেক ধন আনে। আরও পূর্ব্ব কালের রাজাদের অধিকারে দস্যু প্রভৃতির ভয় প্রযুক্ত লোকদের সম্পত্তির স্থৈর্য্য ছিল না; যে স্থানে এমত স্থৈর্য্য না থাকে, এবং যথার্থ বিচার না হয়, সে স্থানে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা বস্তু ক্রয় করিতে টাকা কখন আনে না, এই ক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়দের অধিকারে যথার্থ বিচার হওয়াতে বাঙ্গলা দেশের বাণিজ্যাদি ব্যবসায়েতে ধন বৃদ্ধি অতিশয় হইতেছে।

প্রশ্ন. অন্য দেশীয় লোকদের অতিশয় উপকারক কি ?

উত্তর. হিন্দুস্থানের উৎপন্ন দ্রব্য।

প্রঃ এ দেশের ধনের প্রধান কারণ কি ?

উঃ কারণ এই, যে এখানকার লোকেরা অন্য দেশের উৎপন্ন বস্তুর বড় আবশ্যক রাখে না।

প্রঃ আর ও কারণ কি ?

উঃ অন্য দেশীয় লোকদের গ্রাহ্য বস্তু এখানে উৎপন্ন হয়।

প্রঃ ইহার দ্বারা কি হয় ?

উঃ অন্যং লোকেরা এখানকার বস্তু ক্রয় করিতে অনেক ধন আনে।

প্রঃ আর ও পূর্ব্ব কালের রাজাদিগের অধিকারে কি কারণ লোকদের সম্পত্তির স্থৈর্য্য ছিল না?

উঃ দস্যু প্রভৃতির ভয় প্রযুক্ত।

প্রঃ যে স্থানে এমত স্থৈর্য্য না থাকে, এবং বিচার যথার্থ না হয়, সে স্থানে কি হয় ?

উঃ ভিন্ন দেশীয় লোকেরা বস্তু ক্রয় করিতে টাকা কখন আনে না।

পু॰ এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়দের অধিকারে যথার্থ বিচার হওয়াতে কি হইতেছে?

উ॰ বাঙ্গলা দেশের বাণিজ্যাদি ব্যবসায়েতে ধন বৃদ্ধি অতিশয় হইতেছে।

পুথম নীতি কথা। কোন সময় এক মৃগ ব্যাধের ভয়ে পলাইয়া, এক গর্ত্তের ভিতর পুবেশ করিল; পরে এক সিংহ সেখানে গিয়া তাহাকে বধ করিল। মরণ কালে মৃগ আপনা আপনি কহিতে লাগিল, যে হায় আমার কি দুরদৃষ্ট।

পুশ্ন. কোন সময় এক মৃগ কি জন্যে পলাইল?

উত্তর. ব্যাধের ভয়ে।

পু॰ পলাইয়া কোথায় পুবেশ করিল?

উ॰ এক গর্ত্তের ভিতর।

পু॰ সেখানে আর কে গেল?

উ॰ এক সিংহ।

পু॰ সে সিংহ কি করিল?

উ॰ তাহাকে বধ করিল।

পু॰ মরণ কালে মৃগ আপনা আপনি কি কহিতে লাগিল?

উ॰ হায় আমার কি দুরদৃষ্ট।

পুথম নীতি কথা। এক ব্যক্তির তারাচাঁদ নামে এক বালক ছিল, সে অত্যল্প বয়স্ক, কিন্তু তাহার বুদ্ধি উত্তম, এবং তদ্ভিন্ন তাহার পিতা মাতার আর সন্তান ছিল না। তাহার পিতা লেখা পড়া কিছু জানিত না, কেননা সে কখন পাঠশালায় যায় নাই; তথাপি সে জানিত, যে বিদ্যা বিহীন হওয়া ভাল নয়।

পু॰ এক ব্যক্তির এক বালক ছিল, তাহার নাম কি?

উ॰ তারাচাঁদ।

পুং সে কত বয়স্ক?

উং অত্যল্প বয়স্ক।

পুং কিন্তু তাহার বুদ্ধি কেমন?

উং উত্তম।

পুং এবং সে ব্যতিরেকে তাহার পিতার কি পুত্র ছিল না?

উং তাহার আর পুত্র ছিল না।

পুং তাহার পিতা লেখা পড়া কিছুই কি নিমিত্তে জানিত না?

উং সে কখন পাঠশালায় যায় নাই।

পুং তথাপি সে কি জানিত?

উং বিদ্যাবিহীন হওয়া ভাল নয়।

বিদ্যা শিখাইবার এবং বালকদের বুদ্ধি স্ফুর্ত্তি হইবার এই এক উত্তম উপায়, এবং সহজ, ও তাহাদের বুদ্ধিসাধ্য বটে, কেননা কেবল কেতাব দেখিয়া মাত্র উত্তর ও পুত্যুত্তর করিতে পারে, আর কিছু কাল এই রূপ পড়িলে পর সেই সকল উত্তর পুত্যুত্তর কেতাব না দেখিয়াও করিতে পারিবে।

বানান করিবার ধারা।

কেতাব দেদিয়া কিম্বা না দেখিয়া একং জন একং অক্ষরের বানান করিবে। পুথমতঃ কারণ, এই কথার বানান মনিটর জিজ্ঞাসা করিলে পুথম জন বলিবে কারণ, ২ জন বলিবে ক, ৩ জন বলিবে া, ৪ জন বলিবে র, ৫ জন বলিবে ণ, এই রূপ বলিবে। বালকেরা পাঠের মধ্যে যে সকল কথার বানান না জানে, মনিটর সেই সকল কথা বাছিয়া লইয়া বানান জিজ্ঞাসা করিবে। যে সকল নিয়ম এখন লেখা গেল সে সকলের ফল এই, যে ইহার পর যে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবে তাহা অনা-

য়াসে শিক্ষা করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্তে অনিয়মিত ধারাতে বিদ্যাভ্যাস করে তাহাতে প্রথমতঃ বোধ হয় যে শীঘ্র শিখিবে, কিন্তু সে পথ উল্টা ও দুর্গম, অতএব সে পথহইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে, নতুবা সে পথে যাইতেং দিনেং অধিক শ্রান্ত ও ক্লেশ বোধ হইয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে। যে ব্যক্তি নিয়মিত ধারাতে বিদ্যাভ্যাস করে সে বড় রাস্তা দিয়া গমন করে, অর্থাৎ মধ্যেং শরাইতে বিশ্রাম পাইয়া শ্রান্ত না হইয়া আরও দিনেং শক্তিমান্ হইয়া শীঘ্র পৌঁছিতে পারিবে।

গণিতাঙ্ক।

শতিকা ও কড়ানে প্রভৃতি।

যে রূপ মনিটরের কথাতে বালকেরা কেতাব শিখে সেই রূপ মনিটরের কথাতে অঙ্ক ও শিখিবে। প্রথমতঃ বালকেরা তক্তা দেখিয়া ১০ পর্য্যন্ত শিখিবে এবং পড়িবে। লিখিতে আরম্ভ করিলে মনিটর ১ লিখিয়া বলিবে, ১ লিখ, তাহাতে তাহারা এক বারে সকলেই লিখিবে; তাহার পর মনিটর বলিবে, পাত দেখাও, তাহারা পাত দেখাইবে; তাহাতে যাহার ভুল থাকে সে নীচের স্থানে যাইবে; যাবৎ পর্য্যন্ত সেই অঙ্ক শুদ্ধ রূপ না লিখিতে পারিবে তাবৎ পর্য্যন্ত তাহারা বারে ২ লিখিবে। এই রূপ ক্রমেং একং অঙ্ক করিয়া ১০ পর্য্যন্ত লিখিবে; তাহার পর ১ অবধি ১০ পর্য্যন্ত এক বারে সকলেই লিখিবে। তাহার পর ১১ অবধি ২০ পর্য্যন্ত, তৎপরে ২১ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত, তদনন্তর ৩১ অবধি ৪০ পর্য্যন্ত; এই রূপ মনিটরের কথাতে ক্রমেং শতিকা ও কড়ানিয়া ও বুড়িকিয়া ও পণকিয়া প্রভৃতি সকল লিখিবে।

এই প্রকার লিখিলে পর তাহারা দাঁড়াইবে। মনিটর তাহাদের মুখস্থ ইন্তাহাম লইবে, জিজ্ঞাসা করিবে যে একের পিঠে পাঁচ দিলে কত হয়? এবং পাঁচের পিঠে এক দিলে কত হয়? নয়ের পিঠে ৬ দিলে কত হয়? ও ছয়ের পিঠে ৯ দিলে কত হয়? এই রূপ উল্টা পাল্টা করিয়া বলিবে। কথা শিখিতে যেমত স্থান লয় এবং ভুল শুধরায়, সেই মত অঙ্ক লিখিতেও ভুল শুধরাইবে ও স্থান লইবে।

তেরিজ।

স্লেট ধর, এই কথা মনিটর বলিলে, তাহারা স্লেট ধরিবে, পুনর্ব্বার বলিবে ১১১০ টাকা লিখ, তাহাতে তাহারা আপনং স্লেটে এক বারে লিখিবে; তাহার পর মনিটর বলিবে, স্লেট দেখাও, তাহাতে তাহারা স্লেট দেখাইবে, আর ছোট মনিটর শুদ্ধাশুদ্ধ দেখিবে। তাহার পর মনিটর বলিবে, তাহার নীচে ১২৩ টাকা লিখ, তাহাতে তাহারা লিখিয়া পুনর্ব্বার স্লেট দেখাইবে, ও মনিটর ভুল শুধরাইবে। তাহার পর কহিবে, ৭২ টাকা তাহার নীচে লিখ, তাহা লিখিয়া পূর্ব্ববৎ স্লেট দেখাইবে ও ভুল শুধরাইবে। তাহার পর এক টাকা লিখ, ও কষি টান, এই কথা বলিবে।

১১১০
১২৩
৭২
১

১৩০৬

সকল বালকের স্লেটে পুকৃত রূপ অঙ্ক দেখিয়া মনিটর গণিয়া আপনি এই রূপ ঠিক দিবে, ১ আর ২ হয় ৩, ৩ আর ৩ হয় ৬, ছয়েকে ৬ নামে। ৭ আর ২ হয় ৯, ৯ আর ১ হয় ১০, দশের শূন্য নামে, হাতে থাকে ১। ১ আর ১ হয় ২, ২ আর ১ হয় ৩, তিনেকে ৩ নামে, আর একেকে ১ নামে। তাহাই শুনিয়া বালকেরা এক বারে মনিটরের সঙ্গে চুপ করিয়া ঠিক দিবে। সকল ঠিক দেওয়া হইলে পর স্লেট দেখাইবে, আর ছোট মনিটর শুদ্ধা-শুদ্ধ দেখিবে; যাহার ভুল থাকে সে নীচে যাইবে, আর মনিটর শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া সকলকে উপযুক্ত স্থান দিবে। এই পুকার কতক দিন শিখিলে পুত্যেক জন একং অঙ্ক করিয়া ঠিক দিবে, অর্থাৎ পুথম বালক বলিবে ১ আর ২ ৩, দ্বিতীয় বলিবে ৩ আর ৩ ছয়, ছয়েকে ৬ নামে। তৃতীয় বলিবে ৭ আর ২ হয় ৯, চতুর্থ বলিবে ৯ আর ১ হয় ১০, দশের শূন্য নামে, হাতে থাকে ১। এই রূপ করিয়া তেরিজ করিবে। পুথম অবধি মনিটর তাহাদিগকে দৃঢ় রূপে বুঝাইবে, যে হাজারের নীচে হাজার, ও শতের নীচে শত, ও দশকের নীচে দশক, ও একের নীচে এক, রাখিতে হইবে। ইহার পর মনিটর বলিবে, স্লেট রাখ, এবং মুখস্থ এই রূপ সকলকে পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিবে, অর্থাৎ

২ আর ৩ কত হয়	২ আর ৪ কত হয়	২ আর ৫ কত হয়
৩ আর ২ কত হয়	৪ আর ২ কত হয়	৫ আর ২ কত হয়
৫ কততে হয়	৬ কততে হয়	৭ কততে হয়

জমা খরচের ধারা।

জমা——— ২ ২ ৮০ ॥ ১২ ॥
খরচ——— ১ ৮ ৪০ । ১১ ।

৪৪০ । ১ ।

পূর্ব্ববৎ অঙ্ক লিখিবে এবং স্লেট দেখাইবে। প্রথমতঃ মনিটরের কথাতে শিখিবে ও লিখিবে, তাহার পর প্রত্যেক জন একং অঙ্ক এই রূপ কষিবে, ২ কড়ার ১ কড়া গেলে বাকী থাকে ১ কড়া, নামিবে ঐ ১ কড়া। ২ গণ্ডার ১ গণ্ডা গেলে বাকী ১ গণ্ডা, নামিবে ঐ ১ গণ্ডা। দশকে দশক মিলে গেল। ২ চৌকের ১ চৌক গেলে থাকে ১ চৌক, নামিবে ঐ ১ চৌক। শূন্যকে শূন্য মিলিল, না যায় শূন্য। আটের ৪ গেলে থাকে ৪, নামিবে ঐ ৪, দুইহইতে ৮ বাদ যায় না, এই নিমিত্তে পূর্ব্বের ২হইতে ১ কে আনিয়া এই দুইএর সহিত একত্র করিলে হয় ১২, ঐ বারোর ৮ বাদ গেলে বাকী থাকে ৪, নামিবে ঐ ৪। এক দশ আর ১ দশ ২ দশ, ২ দশকে ২ দশ মিলে গেল। এই রূপ জমা খরচ করিবে।

নামতা, অর্থাৎ পুরণ।

প্রথমতঃ মনিটর বলিবে স্লেট ধর, তাহার পর তাহারা স্লেট ধরিবে; তদনন্তর মনিটরের কথাতে বালকেরা নয় অবধি এক পর্য্যন্ত এই মত অঙ্ক লিখিবে।

৯৮৭৬৫৪৩২১
২
১৯৭৫৩০৮৬৪২

তাহার পর মনিটর বলিবে স্লেট দেখাও। পরে স্লেট দেখাইলে তাহাদের স্লেটে প্রকৃত রূপ অঙ্ক দেখিয়া বলিবে, একের নীচে

২ রাখ, কষি টান; তাহার পর মনিটর২ গুণ১ দুই,২ গুণ ২চারি,২ গুণ ৩ ছয়,২ গুণ ৪ আট, ২ গুণ৫ দশ, দশের শূন্য নামে হাতে থাকে ১, সে এই রূপ বড়২ করিয়া বলিবে; বালকেরা তাহা শুনিয়া কষিবে। সমাপ্ত হইলে পর মনিটর বলিবে স্লেট দেখাও, পরে ছোট মনিটর সকলের স্লেট দেখিবে, তাহাতে যাহার ভুল থাকে সে নীচে যাইবে; এই মত বারে২ লিখিলে পর এক২ করিয়া এক২ জন কষিবে, অর্থাৎ প্রথম জন বলিবে ২ গুণ ১ দুই, দ্বিতীয় ২ গুণ২ চারি, তৃতীয় ২ গুণ ৩ ছয়, চতুর্থ২ গুণ ৪ আট, এই রূপ ক্রমে২ বলিবে। এই মত দুয়ের ঘর নামতা লিখিলে পর তিনের ঘর নামতা লিখিবে, তাহার পর ক্রমে২ চারের ঘর অবধি বারর ঘর পর্য্যন্ত লিখিবে; তাহার পর মনিটর দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ মুখে মুখে উল্টা করিয়া অর্থাৎ ২ গুণ ৯ কত হয়? ২ গুণ ৮ কত হয়? এই রূপ করিয়া ইন্তাহাম লইবে।

হরণ।

যে সকল অঙ্ক হরণ করিতে হইবে মনিটর সেই সকল অঙ্কের নাম করিয়া বালক দিগকে কহিবে, অর্থাৎ এক হাজার আট শত চল্লিশ টাকা রাখ; তাহাতে বালকেরা রাখিবে। ও স্লেট দেখাইবে, তাহার পর মনিটর বলিবে, যে অঙ্কের বাম দিকে একটা ইলেক অর্থাৎ বিকারি দিয়া পাঁচ রাখ, এবং কষি টান ও স্লেট দেখাও।

৫) ১৮৪০

৩৬৮

তাহার পর প্রথম বালক অবধি করিয়া পূর্ব্ববৎ একে২ হরিবে। প্রথম বালক বলিবে, যে ১হইতে ৫ বাদ যাইতে পারে না, এই প্রযুক্ত ১৮হইতে ৩ পাঁচ বাদ গেলে বাকী থাকে ৩, নামিবে

আটের নীচে ৩। দ্বিতীয় বালক ঐ ৩ পরের চারের সঙ্গে যোগ করিলে হয় ৩৪, ঐ ৩৪হইতে ছয় ৫ বাদ গেলে বাকী থাকে ৪, নামিবে চারের নীচে ৬। তৃতীয় বলিবে ঐ ৪ শূন্যের সঙ্গে যোগ হইলে হয় ৪০, ঐ ৪০হইতে ৮ পাঁচ বাদ যায়, নামিবে ঐ শূন্যে নীচে ৮।

পাঠশালার কুধারা।

১ পুথম উচ্চৈঃস্বরে শব্দ এবং গোলমাল। যে শিক্ষক এই দোষ বারণ করিতে না পারে সে পাঠশালার কার্য্যে অনুপযুক্ত। পাঠশালায় গোল না হয়, এবং সকলে যে চুপ করিয়া আপনং কর্ম্ম করে, পুথমাবধি শিক্ষকের এই নিয়ম রাখিবার অত্যন্ত আবশ্যক। পুত্যেক ক্লাসের যে জন যখন পাঠ পড়ে সে ব্যতিরেকে কাহারো মুখহইতে যেন কথা নির্গত না হয়। যাবৎ পর্য্যন্ত এই নিয়ম স্থির না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত শিক্ষক পাঠশালার কর্ম্ম বন্ধ করিয়া সকলকে স্থির করিবে, পরে সকলে স্থির হইয়া শিষ্ট রূপে অর্থাৎ পাঠশালার ধারানুসারে গমনাগমনেতে এবং উঠিতে বসিতে শিক্ষকের কিম্বা মনিটরের সঙ্কেতানুসারে চলিবে।

২ দ্বিতীয়। পাঠশালার ধারানুসারে পড়ুয়াদিগকে দাঁড়াইবার ধারা ও স্থান লইবার ধারা না শিক্ষা করাণ। যাবৎ পর্য্যন্ত পাঠশালা এমত থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত পড়ুয়াদের শ্রেষ্ঠতার আকাঙ্ক্ষা এবং বিদ্যাভ্যাসের ক্ষমতা পুস্ফুটিত না হইয়া মুদ্রিত থাকে।

৩ তৃতীয়। যে পড়ুয়া পড়ে তাহার নীচের পড়ুয়া যদি তাহার ভুল না ধরে। তাহা হইলে পড়ুয়াদের শ্রেষ্ঠ হইবার যে চেষ্টা তাহার হ্রাস হয়; আর যে ভুলিয়া পড়ে তাহার নীচের পড়ুয়া সেই ভুল না ধরিলেই তাহার নীচে যে সকল পড়ুয়া থাকে তাহারা যদি নিরপেক্ষ হইয়া একবারে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চেঁচা-

ইয়া উঠে। এবং আরো অধিক দোষ এই, যে শিক্ষক কিম্বা মনিটর সর্ব্বোতোভাবে সকল চেষ্টা বারণ করিয়া আপনি যদি ভুল শুধরায়। উপরের পড়ুয়া নীচের পড়ুয়ার ভুল কখন শুধাইবে না।

৪ চতুর্থ। কেবল বানানের কিম্বা অক্ষরের ভুল না ধরিয়া যদি আরং অধিক কথা কহে।

৫ পঞ্চম। ক্লাসের পুথম পড়ুয়া সর্ব্বদা পাঠ পড়িতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে অন্য পড়ুয়ারা জানিবে, যে আমাকে পাঠের এই ভাগ পড়িতে এবং শিখিতে হইবে, এবং পাঠ পড়িতে আরম্ভ করিতে বলিলে, পুথম পড়ুয়া বিনা অন্য কেহ পাঠারম্ভ করিতে পারিবে না।

৬ ষষ্ঠ। অল্পং করিয়া পাঠারম্ভ করিলে সকলে অন্য মনস্ক না হইয়া ত্বরায় কর্ম্ম করে, ইহা না করিয়া কেহ যদি বড়ং করিয়া অর্দ্ধেক কিম্বা ততোধিক ভাগেতে পাঠ আরম্ভ করে।

৭ সপ্তম। পুত্যেক ক্লাস পুত্যহ যাহা২ শিক্ষা করে মনিটর হিসাবের কেতাবে তাহা যদি না লেখে। এমত হইলে সেই ক্লাস দিনেং ও মাসেং কি শিখে তাহা জানা যায় না, ও সে ক্লাসের মনিটরের হাজির না থাকাতে তাহার পদেতে অন্য মনিটর নিযুক্ত হইলে পর কি শিখাইতে হইবে তাহা সে জানিতে পারে না। আর শিক্ষক এক ক্লাসে নিযুক্ত থাকিলে অন্যং ক্লাস কি করিতেছে, এবং তাহাদিগকে কি কর্ম্ম করাইতে হইবে, তাহা সে জানিতে পারে না। এবং কেহ যদি পাঠশালা দেখিতে আসিয়া পত্যেক ক্লাসের বিদ্যাভ্যাস কি পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করে, তবে আপনারাই জানে না, তাহাকে কি বুঝাইবে। তাহাতে সেও কিছু জানিতে পারে না, কেননা কখন২ এমত ঘটে, যে এ কেতাব কত দিন শিখিতেছে এবং কত পাঠ পড়িয়াছে, এই কথা পড়ুয়াদিগকে কিম্বা মনিটরকে কিম্বা শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলে ঐক্য হয় না। পুতি দিনের শিক্ষার বৃত্তান্ত যদি মনিটরের কেতাবে লেখা থাকে, তবে মনিটর

ও পড়ুয়ারা যথার্থ রূপে জ্ঞাত থাকে ; এবং শিক্ষক ও তদারককর্ত্তা মনিটরের শুম ও পারগতা এবং পড়ুয়াদের দিনেং বিদ্যাভ্যাস এক কালে অনায়াসে প্রত্যক্ষ রূপে জানিতে পারে।

৮ অষ্টম। অসম্পূর্ণ শিক্ষা। এই যে দোষ তাহার সমাধান দুঃসাধ্য, ও কেবল শিশুদের ক্লেশদায়ক ও বিদ্যাভ্যাসের নাশক। কোনং পাঠশালায় এক কেতাব চারি পাঁচ বার পড়ে, কিন্তু প্রথম বার পড়িতেও যে কাল এবং যে শুম লাগে পঞ্চম বারেও সেই কাল এবং সেই শুম লাগে। এবং মনোযোগ না করিয়া পড়া, আর কেতাবের অর্থ না বুঝিয়া সে কেতাব ছাড়িয়া অন্য কেতাব আরম্ভ করা, এই রূপ আলস্য ও মন্দ ধারাতে কেতাব দেখা অপেক্ষায় না দেখা ভাল ; কেননা কোন ক্লাসের পড়ুয়ারা কেতাবের শব্দ ও বাক্যার্থ এবং তাৎপর্য্য না জানিয়া যদি সে কেতাব পরিত্যাগ করে, তবে কেতাবের ফলিতার্থ পড়ুয়াদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বালকেরা প্রতি দিন যেং পাঠ শিখে, সেই পাঠ প্রত্যহ মনিটরের কেতাবে লেখা থাকিবে। আর যে পাঠ মনিটরের কেতাবে লেখা থাকে সেই পাঠ বালকেরা সম্পূর্ণ রূপ জানিয়াছে কি না, ইহা তদারককর্ত্তা সর্ব্বদা দেখিবেন।

৯ নবম। বালকদের বদ্ধি এবং ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া পাঠ দেওয়া। অর্থাৎ যে পড়ুয়া এক ছত্রও প্রকৃত রূপ শিখিতে না পারে তাহাকে ছয় ছত্র পাঠ দেওয়া, এবং যে পড়য়া অনায়াসে ছয় ছত্র শিখিতে পারে তাহাকে এক ছত্র পাঠ দেওয়া। শিখিবার নিরূপিত যে কাল তাহাতে অধিক কিম্বা অল্প পাঠ দেওনেতে বালকদের মন অসন্তুষ্ট হয়, এবং মিথ্যা কালক্ষেপণ হয়।

১০ দশম। পাঠের উচিত সংখ্যা বুঝিয়া না লওয়া। অর্থাৎ যেং যত পাঠ শিখিতে পারে সেই ২ পড়ুয়াদের স্থানে ন্যূন পাঠ বুঝিয়া লওয়া। নিশ্চিন্ত ও অলস যে শিক্ষক সে অবশ্যই কোন ওজর করে,

আর অর্দ্ধদণ্ডেতে এক পাঠ শিখিতে হইবে, এমন হুকুম পাইলে কঠিন বোধ করে; কেননা সে বিবেচনা করে না, যে পাঠ ছোট ও সহজ, যেমন দিতে চাহে আপন ইচ্ছাতে তেমনি দিতে পারে, অর্থাৎ ক্লেশ ব্যতিরেক বালকেরা যে শিখিতে পারে ও সন্তুষ্ট থাকে তাহা আপনার অধীন। নিয়ম বহির্ভূত হইয়া বালকদের স্বেচ্ছা-মত পাঠশালা চলিলে দিনেং পড়ুয়ারা ও মনিটরেরা ক্রমেং অলস ও নিশ্চিন্ত হয়, এবং এক দণ্ডের সাধ্য কর্ম্ম এক দিনেতেও হয় না।

১১ একাদশ। মন্দ পড়া। মৃদুস্বরে পড়া, ও রুদ্ধদন্তা, এবং জড়তা, ইত্যাদি দোষ সকলের সমাধানের নিমিত্তে, মনিটর সক্রোধ বাক্য না কহিয়া, এবং সক্রোধ মুখ না দেখাইয়া, স্পষ্ট রূপে এবং সকলের বোধগম্য হয় এমত উচ্চারণ করিয়া পড়ে, যে নীচের বালক, তাহাকে ঐ মন্দ পাঠকের উপরের স্থানে নিযুক্ত করিবে।

১২ দ্বাদশ। যে সকল কথা তাহারা পড়ে, মধ্যেং তাহার বানান জিজ্ঞাসা না করা, আর যে সকল কথা প্রকৃত রূপ জানে পুনর্ব্বার তাহার জিজ্ঞাসা করা।

১৩ ত্রয়োদশ। মনিটরের এবং ছোট মনিটরের পালা মত ক্লাসের সহিত না পড়া। ইহাতে উভয়ের এই ক্ষতি, যে মনিটর আপনি কিছু শিক্ষা করিতে পারে না, এবং কি রূপে শিখিতে হয় এমত পথও পড়ুয়ারা জানিতে পারে না।

১৪ চতুর্দ্দশ। উপরের ক্লাসের অনুপযুক্ত বালককে নীচের ক্লাসে না রাখা, এবং উপরের ক্লাসের উপযুক্তকে উপরের ক্লাসে না রাখা। সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া নীচের ক্লাসহইতে পড়ুয়া লইয়া উপরের ক্লাস পূর্ণ করা যাইবে, কেননা যে অল্প পড়িয়াছে তাহাকে যদি উপরের ক্লাসে নিযুক্ত করা যায়, তবে সে ভাল রূপে শীঘ্র পড়িতে পারিবে।

১৫ পঞ্চদশ। যে রূপে বালকদিগকে শিক্ষা করাইতে হইবে

তাহা মনিটরকে না শিখান। অর্থাৎ কি রূপে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা না জানাইয়া, কেবল এই কর্ম্ম করিতে হইবে, এই হুকুম দেওয়া সেই কর্ম্মনাশক ও শিক্ষকের দোষ।

১৬ ষোড়শ। আলস্য। সকলে এক মুহূর্ত্তও আলস্য না করিয়া যেং পাঠ তাহাদের বুদ্ধিসাধ্য হয়, আর যাহা শিখিলে উচ্চ পদ পাইবার ভরসা পায়, না শিখিলে পদচ্যুত হইবার ভয় পায়, হৃষ্ট চিত্ত হইয়া এবং লাভ জ্ঞান করিয়া যেন আপনং কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, সেই উত্তমের চিহ্ন; যাহাতে পাঠশালা এই রূপ চিহ্নেতে চিহ্নিতা হয়, এবং অলস শিক্ষকের কোন ওজর না থাকে তাহার উপায় এই, যে প্রত্যেক পাঠ স্লেটের উপর লেখে।

তদারককর্ত্তার এবং শিক্ষকের কর্ম্মের বিবরণ।

শিক্ষক এবং তদারককর্ত্তা এমত মনে রাখিবেন, যে পাঠশালার অভিপ্রায় এই, যে প্রত্যেক শিশু মন দিয়া আপনং কর্ম্মেতে সর্ব্বদা যেন নিযুক্ত থাকে, অর্থাৎ যে ধারাতে উত্তম বিদ্যা এবং শিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, সে সকল ধারা পাঠশালায় আছে। অতএব পাঠশালার শিক্ষকের কর্ম্ম এই, যে সেই ধারা কোন ক্রমে নিষ্ফল না হয়; ইহাতে আপনার শ্রম ও ক্ষমতা এবং মনোনিবেশ যেমন তেমনি পড়ুয়াদের মনের আহ্লাদ ও শিষ্টতা এবং বিদ্যাভ্যাস হয়। আপনি কিম্বা যেং মনিটরকে পারগ দেখিয়া বাছিয়া লইয়াছেন, তাহারা সকল ক্লাসে যেন হাজির থাকে, এবং বুদ্ধি সাধ্যে ও যাহাতে জ্ঞানোদয় হয় এমত লেখা পড়া সকলকে শিখায়; সর্ব্বদা উচ্চ পদ পাইবার আশাতে এবং লজ্জা পাইবার ভয়েতে অন্যং উত্তম পড়ুয়াদের কর্ম্ম দেখিয়া সেই রূপ কর্ম্ম করিবার আকাঙ্ক্ষাতে নিরন্তর পড়ুয়াদের

মন যেন চেষ্টান্বিত থাকে, এবং যেমন তাহাদের মন খেলা করিতে উদ্যত হয় পাঠশালায় লিখা পড়া করিতেও তেমনি যেন হয়।

শিক্ষক হাজির থাকুক কিম্বা না থাকুক, কিন্তু তাহার প্রতিনিধি মনিটরেরা যেন সর্ব্বত্র হাজির থাকে; এবং শিক্ষক যদি উপযুক্ত মনিটর বাছিয়া নিযুক্ত করিতে এবং উপযুক্ত মত কর্ম্ম শিখাইতে জানে, তবে কখনং সেই মনিটর শিক্ষক অপেক্ষাও পাঠশালার কর্ম্মে পটু ও তৎপর হইতে পারে। মনিটরেরা শিক্ষকের সহকারী, অতএব শিক্ষক আপনি থাকিয়া তাহাদের দ্বারা পাঠশালার সকল কর্ম্ম চালাইবে। যদ্দ্বারা পাঠশালা শোভিতা হয় এমন পারগ ও আবিষ্ট মনিটরেতে প্রয়োজন হইলে, শিক্ষকের আবশ্যক এই যে স্বকীয় বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করিয়া কর্ম্মোপযুক্ত বালক দেখিয়া তাহাকে মনিটরের কর্ম্ম শিখাইয়া ক্লাসে নিযুক্ত করিবে, এবং তাহার রীতি ও ব্যবহারের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে। আর যাহাতে তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিতে সযত্ন হয়, এবং যাহাতে প্রত্যেক ক্লাস নির্ব্বিঘ্নে লেখা পড়া শিখে, তাহা করিবে। শিক্ষক আপনি প্রতি দিন বারং উচিত মত নিরীক্ষণ করিবে, অর্থাৎ পাঠের পরিমাণ ও উচিত সংখ্যা, আর পরিপাটী রূপ অভ্যাস, এবং মনিটরের কেতাবে সেই সকল লেখা থাকে তাহা দেখিবে। যে ক্লাসে শিক্ষকের তদারক কম হয় তাহাতে সুতরাং মনিটরেরও তদারকের ত্রুটি হয়। শিক্ষক যে রূপে যেমন মনিটর তৈয়ার করিবে, মনিটরেরাও তেমনি উত্তম ও মধ্যম ও অধম হয়, ইহা সর্ব্বদা মনে বিবেচনা করিবে। শিক্ষকের দ্বারা যেমন মনিটরের ক্ষমতা হয়, মনিটরের দ্বারাও তেমনি ক্লাসের নিপুণতা হয় জানিবে। আর মনিটর যদি বিশ্বস্ত ও পটু না হয়, এবং মনিটরের পদ সুখদায়ক ও অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা লাভজনক ও প্রার্থনীয় না হয়, তবে পাঠশালার কোন কর্ম্ম উচিত মত হইবে না। আর শিক্ষক মনিটরদিগকে উপযুক্ত

কেতাব দিয়া উপকার করিবে, এবং পাঠশালার নিয়মানুসারে উত্তম ধারাতে বালকেরা চুপ করিয়া গমনাগমন ও পাঠশালার সকল কর্ম্ম করিবে। যাবৎ পর্য্যন্ত কোন পড়ুয়া অলস ও মূর্খ ও অশিষ্ট ও নিষ্কর্ম্মান্বিত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত যদি শিক্ষক কহে যে আমি পারগ, এবং গণতা না করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছি, এই রূপ যে ক্ষমতা প্রকাশ করা সে সকলি মিথ্যা ; কেননা পাঠশালার বিষয়ে বিচারের নিয়ম এই, যে যেমন শিক্ষক তেমনি পাঠশালা, এবং পাঠশালায় এক দোষের অধিক থাকে না, অর্থাৎ মূর্খ শিক্ষক ব্যতিরিক্ত আর কোন দোষ থাকিতে পারে না। যেখানে কথোপকথনদ্বারা শিক্ষক ও মনিটর আপনারাই গোলমাল করে, এবং পাঠশালার সকল ধারা পড়ুয়াদিগকে পূর্ব্বে না শিখাইয়া কি রূপে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা যদি সেই সময় বলে, এমত পাঠশালা দেখিলে লোকদের মন অবশ্য বিরক্ত হয়। মনিটরের নাম ও কেতাবের নাম এবং তারিখ এই সকল মনিটরের কেতাবে না লিখিয়া কোন ক্লাস কোন কেতাব পড়িতে আরম্ভ করিবে না। ক্লাস প্রতি দিন প্রাতঃকালে যখন কেতাব পড়িতে আরম্ভ করে তখন মনিটরের হাতে থাকে যে কেতাব তাহাতে আরম্ভ স্থানে বড় করিয়া একটা দাগ দিবে, তাহার পরে যত পাঠ শিখে সেই সকল পাঠের শেষেও একটা ছোট দাগ দিবে। পড়ুয়াদের শিক্ষানুসারে পাঠের পরিমাণ করিবে। এবং নিরূপিত কালানুসারে পাঠ যেন পূর্ণ রূপে শিক্ষা করে, শিক্ষক পাঠশালায় কোন ব্যক্তির ত্রুটি দেখিবা মাত্র যদি গ্রহণ করে তবে প্রায় কখন কাহারো ত্রুটি হইতে পারে না। শিক্ষক ও পড়ুয়ার উপরে যে২ হুকুম আছে সেই হুকুম অনায়াসে প্রতিপালন করা যায়, এই নিমিত্তে অবশ্যই তাহা সম্পূর্ণ করিবে। যাবৎ পর্য্যন্ত নীচের ক্লাসের পরিপাটীরূপ শিক্ষা না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই প্রত্যেক পাঠ স্লেটের উপর লিখিবে, এবং যদি ইস্তাহাম

লইবার জন্যে কিম্বা কোন কারণেতে পাঠশালা বন্ধ থাকে, তবে কেতাব দৃষ্টি করিয়া কিম্বা মুখস্থ পাঠ আপনার মনহইতে স্লেটের উপরে সর্ব্বদা লিখে।

প্রত্যেক জন যাহা শিখে তাহাই লিখিবে, অন্য ক্লাসের কথা লিখিবে না। পড়ুয়ারা পাঠ পড়িলে পর যে কথার বানান করে সেই সময় যদি তাহারা সেই কথা লিখে, তবে আর অধিক কাল ব্যয় হইবে না।

ক্লাসের এক বালক যে পাঠ পড়ে সেই পাঠ অন্য সকলে মুখ লাড়িয়া যে চুপেং পড়ে, ইহা শিক্ষক দেখিবে। কেবল যে ব্যক্তি পাঠ পড়িবে সে এই রূপে বলিবে, যে তাহার কথা ক্লাসের অন্য পড়ুয়ারা স্পষ্ট রূপে যেন শুনিতে পায়। কোন ক্লাস যখন প্রথমে পাঠ পড়িতে আরম্ভ করে তখন শিক্ষক কিম্বা মনিঠর যে রূপ নুমনা দেখাইবে সেই নুমনার মত তাহাদের মত ছেদ ও যতি রাখিয়া প্রথম পাঠ পড়িবে, এবং ইহার পরও বারং তদ্রূপে পড়িবে। উপরের যে ক্লাস সে নীচের ক্লাসকে ক্রমেং গ্লাস করিবে। অর্থাৎ নীচের ক্লাসহইতে বালক আকর্ষণ করিয়া উপরের ক্লাস ৩০ জন পর্য্যন্ত বালকেতে পরিপূর্ণ হইবে; কেননা এমত জানা আছে, যে বালক নীচের ক্লাসহইতে উপরের ক্লাসে নিযুক্ত হয়, সে অল্প দিনের মধ্যে গণিতে এবং লেখা পড়াতে অন্যের সমান হইতে পারে।

উক্ত বিবরণের সংক্ষেপ এই, যে প্রত্যেক ক্লাস মুহূর্ত্ত মাত্র ও আলস্য না করিয়া আবিষ্ট হইয়া লেখা পড়া করে, এবং পড়ুয়াদের যাহা অভ্যাস হইয়াছে তাহা শিক্ষক এবং তদারককর্ত্তা মধ্যেং নিরীক্ষণ করিবেন; আর উচ্চপদের আশা এবং অপমানের ভয়, আর উত্তম পড়ুয়াদের রীতিতে লেখা পড়ার ইচ্ছা, এই সকল নীচের ক্লাসের পড়ুয়াদের অন্তঃকরণে থাকিলে মনোযোগ করিয়া শীঘ্রং

আপনং সকল কর্ম্ম করিবে। এবং কিং শিখিতে পারে তাহা জানিবার নিমিত্তে ও অলসের আলস্য দূর করাইয়া তাহার মনে কর্ম্ম করিবার চেষ্টা উৎপন্ন করিবার নিমিত্তে পাঠশালায় আসিবার প্রথম দিনাবধি প্রত্যেক জন কিং শিখিয়াছে তাহা কেতাবে লিখিবে। তদারককর্ত্তার প্রতিষ্ঠা ও সন্তোষ, পড়ুয়াদিগের বিদ্যাভ্যাস ও আহ্লাদ, এবং তাহাদের পিতা মাতার ও অন্যং লোকদের মনে সন্তোষ ও প্রশংসা, আর আপনার আনন্দ ও অক্লেশে কর্ম্ম করা, এই সকলেতে আকাঙ্ক্ষিত যে শিক্ষক যাবৎ পর্য্যন্ত তাহার পাঠশালায় কোন পড়ুয়া লেখা পড়া ও গনিত যাহাং শিখিয়াছে তাহা প্রকৃত রূপ জ্ঞাত না হইয়া থাকে, এবং পঠিত কেতাবের কোন পাঠ হঠাৎ কাহাকে ও দেখাইতে না পারে, আর অভ্রান্ত রূপে একেবারে শুদ্ধ করিয়া পড়িতে ও বানান করিতে না পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি ভাল রূপে করিয়াছি, মনেতে এমত চিন্তাও করিবে না। শিক্ষকের অত্যন্ত আবশ্যক কর্ম্ম এই, যে পড়ুয়াদের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি যেমন মনোযোগ করিবে, এবং তাহাদের আচরণ ও চরিত্রের প্রতিও তেমনি করিতে হইবে।

এবং মন্দ ক্রিয়া, অর্থাৎ মিথ্যা কথা কহা, শপথ করা, চৌর্য্য, পরস্পর হিংসা, মন্দ কথা, ও গালাগালি, এই সকলহইতে তাহাদিগকে বিরত করিয়া, এমন উত্তম রীতি তাহাদের মনে যত্ন পূর্ব্বক জন্মাইবে, যে তাহারা সর্ব্বদা সত্য কথা কহে; এই প্রধান ধর্ম্মের প্রতি মনোযোগ রাখিবে। যে হেতুক মিথ্যা কথনেতে সর্ব্বদা শাসনার্হ হয়, এবং যে জন দোষ করিয়া সেই দোষ ঢাকিবার নিমিত্তে মিথ্যা কথা কহে, তাহাকে আরও অধিক শাস্তি দিতে হইবে।